ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৩৮০

ধর্মনগর,কাঞ্চনপুর,পানিসাগর,কৈলাসহর,
কুমারঘাট,কমলপুর,খোয়াই,তেলিয়ামুড়া
উদয়পুর,করবুক,অমরপুর,বিলোনীয়া
শান্তিরবাজার,সাব্রুম,সোনামুড়া,জিরানীয়া,মোহনপুর
১৫ আগস্ট, ২০২৫

রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

আজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ও মহকুমাস্তরের অনুষ্ঠানগুলিতে কুচকাওয়াজ, বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাসপাতাল, সংশোধনাগার ও অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে আনুষ্ঠানিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। পতাকা উত্তোলনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার দিন। কারণ তাদের আত্ম ত্যাগের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই পবিত্র দিনে আমাদের সুনাগরিক এবং দেশের উন্নয়নে সামিল হওয়ার শপথ নিতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমাদের দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকারও সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা প্রয়াস নীতিতে কাজ করছে। মানুষের কল্যাণে রূপায়ণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে মহিলাদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশ মাতৃকার কল্যাণে সবাইকে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, জেলা বন আধিকারিক সুমন মল্ল, ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

সারা রাজ্যের সঙ্গে কাঞ্চনপুর মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলকে অংশীদার হতে হবে। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্ববোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিদ্যাসাগর ত্রিপুরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস কুমার ঠাকুর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

*****২য় পাতায়

পানিসাগর মহকুমায় আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। পানিসাগরের বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কল্পনা দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভের পথে এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস প্রমুখ।

সারা রাজ্যের সঙ্গে কুমারঘাট মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, স্বাধীনতার ৭৯ বছরে দেশ সার্বিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষ বিশ্বের ৪র্থ অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে দেশ অভাবনীয় উন্নতি করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে জাতি-জনজাতি অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে এক নতুন ত্রিপুরা গঠন করার কাজ করছে রাজ্য সরকার। দেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উৎপলেন্দু দেবনাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মনোজকান্তি দেব জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, কমলপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ড. জি শরথ নায়েক।

*****৩য় পাতায়*

খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতে পারছি। দেশকে সুরক্ষিত রাখতে সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে কাজ করছে। এসব উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, জেলাশাসক রজত পন্থ, ডিএফও নির্মল কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের পর বনমন্ত্রী খোয়াইর শিঙ্গিছড়াস্থিত পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সংলগ্ন জাতীয় সড়কের দুইপাশে ৭৯টি চারা গাছ রোপন করেন।

সারা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় তেলিয়ামুড়ার দশমীঘাটস্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, অসংখ্য ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের বর্তমান সরকার বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসুধন রায়, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন প্রমুখ।

সারা রাজ্যের সঙ্গে গোমতী জেলা সদর উদয়পুরেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। গোমতী জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় উদয়পুর স্পোর্টস গ্রাউন্ড প্রাঙ্গণে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে। ফলে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারছি। এছাড়াও তিনি তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাফল্য ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার প্রমুখ। এদিন সকালে উদয়পুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে করবুক মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও সাহসের ফলেই আমরা স্বাধীন দেশে মাথা উঁচু করে চলতে পারছি।

*****৪র্থ পাতায়*

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করবুক বিএসি'র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং প্রমুখ।

অমরপুর চন্ডীবাড়ি মাঠে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ম ত্যাগের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সবসময়ই স্মরণে রাখা উচিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনীয়াও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সবসময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। আমাদের দেশ বর্তমানে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাকাশ গবেষণা, ক্রীড়া, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুতায়ণ, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। মহাকাশ গবেষণায় আমাদের দেশ সারা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভাষণে জনকল্যাণে গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু সরকারিভাবে চেষ্টা করলেই হবেনা, এবিষয়ে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভাষণে পিএম জনমন, যোগাযোগ, বিদ্যুতায়ণ, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিলচন্দ্র গোপ সহ জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

সারা রাজ্যের সঙ্গে শান্তিরবাজার মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। শান্তিরবাজার সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, মহকুমা শাসক মনিষ কুমার সাহা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বাপি দেববর্মা প্রমুখ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ সাব্রুম মহকুমায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ বলেন, রাজ্য সরকার জনকল্যাণে নানা প্রকল্প রূপায়ণ করে চলছে। শিক্ষার উন্নয়ন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পর্যটন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত গতিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

*****৫ম পাতায়*

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারক নিত্যানন্দ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এমন ৭ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সোনামুড়া মহকুমায়ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে যে সমস্ত বীর শহীদ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন সাহজাহান মিঞা সহ বিশিষ্ট জনেরা। এছাড়াও এদিন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মেলাঘর রাজঘাটে এক মনোজ্ঞ ব্যান্ড পরিবেশন করেন গকুলনগরস্থিত টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানগণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, সোনামুড়া মহকুমা শাসক রাজু দেব, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ জিরানীয়া মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আজকের দিনে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা যাদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার আলো। রাজ্য সরকার নানা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পানীয়জল, পর্যটন, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, অ্যাডিশনাল এসপি হিমাদ্রী প্রসাদ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও রঞ্জিত রায় চৌধুরী।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, অনেক লড়াই আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব ও ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সভ্যসাচী দেবনাথ প্রমুখ।

****